প্রথম প্রকাশ :
২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৮

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
বিশ্বজ্ঞান
৯/৩, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

পরিবেশনা :
দে বুক ষ্টোর
পাতিরাম বুক ষ্টল
কলিকাতা-১২

গ্রন্থ-ভারত
কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ :
ভারতী রাঞ্জন

মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইম্প্রেশন হাউস
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

এ জীবনের শিউলি ফুলের বিকলাঙ্গ প্রতিশ্রুতিতে রক্তের ভেতরে বারবার স্বপ্নের নৌকোডুবি হয় আর চৌকাঠের কাছেই পাপোষে জড়িয়ে থাকে ভয়ংকর শোক তবু ঈপ্সিত দিনের তৃষ্ণায় প্রতি ভোরে স্থৈর্যের মন্দিরে শুরু হয় মাঙ্গলিক স্তব। প্রাচীন বৃক্ষের মতো শিকড়ের বন্ধন মেনে নিতে হয়, ভালোবাসা সুখ নয় কোন বুকের গভীরে জাগা নির্ঘুম আজান। তাই বুঝি নিরালা চাতাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বিষাদ সঙ্গীত, হিরণ্য বয়স মার্বেলের গুলির মতো বৈকালী সিঁড়ি থেকে অকস্মাৎ নীচে পড়ে যায়। শুধু দেখি যে যার সময় হলে চলে যায় স্বতন্ত্র শহরে, দাহ্য প্রহরে চিলেকোঠার শিকড় ছিঁড়ে যেমন উড়ে যায় কার্তিকের চিল। সঞ্চয়ী সংসারীর মতো পূর্বজন্মের ধূসর ঠিকানা নিয়ে আজও বৈতালিক কড়া নাড়ি হরিৎ প্রত্যাশায়। কেননা অপেক্ষায় থাকি ফের কবে পৌষের মিঠে রোদ আর্তির অন্তরালে করে দেবে সব ঋণ পরিশোধ। আগামী দিনের জন্য ফের বাজী রাখি গোপন আয়নায়। তবু নিভে যায় দীপাবলি সুখ আহত তৃষ্ণার দাপটে, অস্তিত্বের ভিতরে কিছু মৌলিক শিরা ছিঁড়ে যায় আর ধীরে ধীরে চোখের সামনে ঠাণ্ডা হতে থাকে নিরাসক্ত নিজস্ব পৃথিবীর মুখ। নিরাপত্তার আরেক নাম ভালোবাসা তবু বিশ্বাস ভঙ্গুর ঠুং ঠাং কাঁচের পেয়ালা! এখনও তৃষ্ণা অনুগত আছে চাতকের ধৈর্য্যের ডানায়, এখনও প্রত্যেক আশ্বিনে প্রতীক্ষার করতলে রাখি সন্ধিৎসুক স্বস্তিকার চিহ্ন। এইভাবে শব্দকে সমর্পণ করে তৃষ্ণার গভীরে মনে হয় পরিচ্ছন্ন মগ্নতা শিখে নেব নিশ্চিত একদিন।

প্রদীপ রায়চৌধুরী

পূর্বাশা, জীবনানন্দ, কণ্ঠস্বর, বেলা অবেলা, সাহিত্য-চিন্তা, প্রতিশ্রুতি, অন্যদিন, কল্লাপ, আধুনিক কবিতা, গঙ্গোত্রী, সমতট, প্রগতি, দেয়া, ধ্রুপদী, চতুষ্কোণ, অমৃত, সময়ানুগ, সত্তর দশক, কবিপত্র, মাঝি, সীমান্ত সাহিত্য, দেবযানী, পর্ণপুট, সাহিত্য সংলাপ, কালপুরুষ, চৌরঙ্গী, শায়ক ও একক-এ প্রথম প্রকাশিত।

পত্রসূচী

মাঙ্গলিক স্তব

তাজা মাংসপেশী নিয়ে দাঁড়িয়েছি প্রতিদ্বন্দ্বী শীতের হাওয়ায়
নমস্কার প্রতি নমস্কার—
তীব্র স্বরে হা-হা করে   অন্ধকার বাসর

অসংখ্য দাবী রেখেছি অন্তর্যামী ঈশ্বরের কাছে
অথচ খোলাখুলি স্বস্তি ছিল না কোনদিন
প্রচণ্ড বর্ষার রাতে
বাঁধের কিনারে দাঁড়িয়ে যেমন
ভাঙনের ভয় পায় বিডিওর সরকারী চোখ
রক্তের গভীরে তেমনই
সলতে জ্বালে শৈশবী সিন্দুকের নীল অভিমান

পাঁজরের ভাঙা হাড়ে
কড়া নাড়ে
সময়ের ক্ষমাহীন হাত
জ্যোৎস্নার রাত কাঁদে কৈশোরের সুগন্ধি আজানে

জীবনের পাপোষে জড়িয়ে থাকে
সেই সব ভয়ঙ্কর শোক
তবু বুকে নিয়ে সব ক্ষোভ
ঈপ্সিত দিনের তৃষ্ণায়
প্রতি ভোরে
স্থৈর্যের মন্দিরে শুরু হয় পুনর্বার মাঙ্গলিক স্তব

আউল আকাশ

পাহাড়ের পেছনে স্থির যন্ত্রণার পাহাড়
ঝাউবনের আড়ালে হাহাকার স্মৃতির ঝাউবন
বাড়ীর ভেতরের দাওয়ায় ছড়িয়ে আছে ইতস্তত
শিউলি ফুলের মতো বিকলাঙ্গ প্রতিশ্রুতি
প্রতিদিন ভোর এসে জোয়াল জুতে দেয়
পুরুষের আকাঙ্ক্ষার কাঁধে
নুয়ে পড়ে বিপন্ন মাস্তুল
রক্তের ভেতরে স্বপ্নের নৌকাডুবি হয়
অবেলায় পায়ের শিরায় ধরে টান
সূর্যের চাবুক পড়ে সরাসরি
রমণীর পরিশ্রমী পিঠে
নদীর জোয়ার যেমন ভাঙে আহ্লাদী খড়ের আটচালা
উদাসীন শংখের মতো তেমনই ভেঙে পড়ে স্তন
তবু সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি
রুখে দাঁড়ালে
পীত দুঃখ নদীর জোয়ারে পড়ে ভাঁটা
মৌসুমী আবর্তে খরার খপ্পর থেকে
ফিরে আসে আমের মুকুল
ধানের শীষের বুকে একদিন
প্রসূতি নারীর মতো জমে ওঠে দুধ
দীর্ঘশ্বাস ধস থেকে জেগে ওঠে
দুঃখের আগুনে পোড়া সংসারের সুখ
আকর্ষণ বেড়ে যায় মহার্ঘ মাটির
ভালোবাসা দৃঢ় হয়   আশীর্বাদী দৃষ্টি দেয় আউল আকাশ

প্রাচীন বৃক্ষের মতো

প্রাচীন বৃক্ষের মতো শিকড়ের বন্ধন মেনে নিতে হয়
নির্দিষ্ট গণ্ডি মেনে দূরে রাখি সমস্ত প্রত্যাশা
ভালোবাসা সুখ নয় কোন
রক্তের গভীরে রাখা নিঘুর্ম আজান
বুকের বিতান জুড়ে তবু
উড়াল পাখির মতো উড়ে আসে শোক
যেমন শাঁখের আওয়াজ শুনে নেমে আসে সাঁঝ
মনের কিনারে জাগে সাধ—
একবার তোমায় দেখি
কতদিন দেখিনি তোমায়
সুদূর ঝর্ণার ধারে রয়েছে সে নারী

হেমন্তের কুয়াশার মতো অভিমান ব্যবধান
গৈরিক হাওয়ায় ওড়ে এখন সমাপ্তি সংগীত
সুখে থাক সব চরাচর
শুধু যেন বাতাসের স্পর্শে পাই আমি
সোনালী চুলের গন্ধ
শাওনের আর্দ্র কোমলতা
সব কিছু নাই হোক
গুপ্ত থাক হাহাকার ছিন্ন পাণ্ডুলিপি
মেঘের আঁচলে ঢাকা পূর্ণিমার মতো
আড়ালে আড়াল থাক ভালোবাসা
তার সব শোকমগ্ন শ্লোক

ধানের আলপথ

মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ দোল খায় রক্তের অনাবিল স্রোতে
এবং শীতের শেষে
ফুলের সুগন্ধ যেমন খেলা করে ফাঁকা মাঠে
হে রাজেন্দ্রানী তেমনই বুকের চৌকাঠে এসে
নিরুচ্চারে ডাক দেয় ক্লিন্ন পৃথিবী
ক্রমশই তার প্লাবনের নাগাল বেড়ে যায়
নিরালা চাতাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বিষাদ সঙ্গীত
হিরণ্য বয়স মার্বেলের গুলির মতো
বৈকালী সিঁড়ি থেকে অকস্মাৎ নীচে পড়ে যায়
চৈত্রের হাওয়ায় আমের মুকুল ফুঁড়ে
অস্পষ্ট স্মৃতির গন্ধে ভেসে আসে
পৃথিবীর নির্জন দেশের সেই ঝাকড়া শিমুল
পুরোন বালিয়াড়ির চড়াই উৎরাই
এবং নিশির ডাকের মতো মোহিনী ফেরিঘাট
জীর্ণ সোপান জুড়ে যার কিছু অবুঝ স্বপ্ন জেগে থাকে
প্রচণ্ড বর্ষার শেষে যেমন বিপন্ন ধানের আলপথ
সামান্য সাধ নিয়ে ছুঁয়ে থাকে সোনালী রৌদ্দুর

দাহ্যপ্রহরে

যে যার সময় হলে চলে যায় স্বতন্ত্র শহরে
দাহ্য প্রহরে চিলে কোঠার শিকড় ছিঁড়ে যেমন উড়ে যায়
কার্তিকের চিল
ইন্টিমেট সেন্ট কিম্বা গভীরতর কলপেও
রক্তে জাগে না আর কোন নিরুদ্দিষ্ট হাসি
অরণ্যবাসের কাল শেষ হলেও
প্রজারা বলে ওঠে সীতা অবিশ্বাসী
পৃথিবীর চলার পথে জুতোর পেরেকে খোঁচা দেয়
ছদ্মবেশী এইসব অসংখ্য অকৃতজ্ঞতা
কেউ কেউ ভালো আছে ভালো থাক
বিষণ্ণ বৃষ্টির মতো আমার রয়েছে কিছু শোক
গরুগাড়ীর চাকার করুণ শব্দের একরোখা ঝোঁক
দুপুরের স্তব্ধতা ভাঙ্গে
দুঃখ হা-হা করে নিজস্ব পরাগে
ধুলোভরা গ্রাম্যপথ পার হতে স্বল্পায়ু স্বপ্নের ফুল
ধূসর গীর্জার স্মৃতি থেকে রঙিন পালকের মতো পড়ে যায়
যে যার সময় হলে চলে যায় স্বতন্ত্র শহরে
স্বপ্নের ভেতরে শুধু বাইচ খেলে পরাজয়
শব্দহীন আর্তনাদ
খসে পড়ে সব সাধ অহঙ্কার যেন দার্শনিক সাপের খোলস

প্রত্যাবর্তন

উদার অগ্রজ আমি তো নিয়েছি তুলে সব ভুলে
বাখরগঞ্জের সেই মেঘলা আকাশ
নিটোল কিশোরী যেমন ভোরবেলা তুলে আনে
পবিত্র ফুল
ফুসফুসে তোমার হাসির শ্বাস নিয়ে আশা নিয়ে
দুপায়ে দুপুরের রৌদ্র মেখে দ্রুত
এখন অনেক দূরে বিকেলের দিকে
রক্তাক্ত আকাশ নিয়ে যেমন সূর্য কাঁপে
রক্তাক্ত সাগরের বুকে
কফির জ্বলন্ত বুকে চুম্বন সিগারেটের শেষ টান
ব্রত দান
সমস্তই অঙ্গে আছে জুড়ে
দশমীর প্রতিমার মুখে যেন বিষণ্ণতা ছুঁয়ে থাকে
স্থির
ভালোবাসার জন্যে তোমার দেওয়া নদী সাঁতরে
স্থাবর-অস্থাবরে
এখন ওপাড়ে আমার
যন্ত্রণাই একমাত্র পোষাক
শুধু আঁট হয়ে বসে
নির্গমের পথ অভিজ্ঞ অগ্রজ চক্রব্যূহে অভিমন্যুর
মতো
এখন জেনে নিতে বড় সাধ হয়

নিম্নস্বরে সমুদ্র কল্লোল

বৃষ্টির আড়ালে ঢাকা শিলার শরীর
কঠিন চোয়াল
ঝুলে পড়ে
প্রাচীন বৃক্ষের সাধ
বজ্রকীটের দংশন
বন্ধুবিহীন এ্যালবাম
নোনা হয়
তৃষ্ণার খাড়ি
বুকের জমিন জুড়ে
শুকনো তটরেখা
ফুটে ওঠে
নিস্তব্ধ আঁকিবুকি
উৎসাহী ভ্রূণ
সুগন্ধি রুমাল
ভালোবাসার ঘনিষ্ঠ ইচ্ছে
অন্ধকারে উবে যায়
নিম্নস্বরে সমুদ্র-কল্লোল
স্নায়ুযুদ্ধ সারারাত
পিকনিক স্পটের মতো
এলোমেলো
নড়ে চড়ে
স্মৃতির কঙ্কাল

বাতিঘর

সমুদ্রের রোষ মাঝরাতে বাতাসের অন্তর্বাস ছিঁড়ে দিতে চায়
আশ্বিন থেকে এভাবে আশ্বিনে মৌন বয়স হেটে যায়
স্মৃতি সন্ধি অনুরাগ ক্রমশ উজ্জ্বলতা হারায় ঋতুচক্রে
আকাশের নক্ষত্রলোকে যে আমার জাগায় সম্ভ্রম
পারিজাত স্বর্গের বাগান যার কাছে তুচ্ছ মনে হয়
মুক্তনীল ভোরে সে আমার বুকে
রেখে যায় শব্দের বীজায়ণ

সঞ্চয়ী সংসারীর মতো পূর্বজন্মের ধূসর ঠিকানা নিয়ে
তার দোরে আজও বৈতালিক কড়া নাড়ি
হরিৎ প্রত্যাশায়
পুরোন জামার বোতাম প্রজাপতির চিত্রিত পাখা
নিজস্ব দাবার চালের মধ্যে মিশে থাকে প্রতিদিন
অথচ প্রয়োজনেও ঝলসে ওঠে না
ফ্লাস বাল্বে আলো
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে লতাগুল্ম বহুদূরে শিকড় চাড়ায়
ছুরি-কাঁচির নিখুঁত অপারেশানে
বছরের সব মাস হয়ে যায় নষ্ট মল মাস
অন্ধকার উপমায় গাঢ়তম শোকের শরীর
কেন্দ্র চিড়ে তার বাতিঘর গড়ে ওঠে
গথিক নির্মাণে

দুঃখের নাগালে

মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়—
দর্শকের নির্দিষ্ট আসনে যে আমি
শিল্পীর তুলিতে আঁকা উৎগ্রীব মঞ্চের খেলায়
রাজ্য ছেড়ে চলে যাই দূরে
সামনেই কুরূপা চিত্রাঙ্গদা হাতের মুদ্রায়
ভিক্ষা চায় বিলোল কটাক্ষ
শরীরের প্রতিকোষ তার গর্ভবতী হতে চায় নিটোল সৌন্দর্যে
ঠিক এই অবসরে অমল নিঃসাড়ে
আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দ্বিতীয় আমি
দুপাশের স্থান কাল পাত্র থেকে
সরে আসি দূরে
ডাকঘরের শিলমোহরের মতো
অস্পষ্ট কোন মুখ মনে পড়ে
মঞ্চের নম্রায় প্রগলভ কৌণিক আলো
হেসে ওঠে কিশোরীর মতো
অথচ আমার জাদুকরের করোটির মায়ায়
সাদা জ্যোৎস্নায় ঢেকে যায় চোখ
এবং ততক্ষণে স্মৃতির সেতুর উপর
পা রেখে দাঁড়ায় নিজস্ব ছায়া
হানা দেয় তৃষ্ণার তমসায় লুব্ধ বাজপাখি
আমি থাকি ফেলে আসা দুঃখের নাগালে

পরিশোধ

সচ্ছল চোখের গভীরে কাঁপে বিলীন বিশ্রাম
পাতায় পাতায় তার অবিরাম
বিঁধে আছে কাঁটা
খরার শস্যের ক্ষেতের মতো তাই বুঝি ফাটা
ভালোবাসা মুখ
স্মৃতির আড়ালে আর নেই কোন সুখ
শিরার ভেতরে উদাসীন
দুঃখ প্রতিদিন
পড়ে থাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভাঙ্গা বর্শার ফলার মতো
মিছিমিছি নাড়িচাড়ি যতো
এই সব অভিজাত গোপন জখম
বিকেলের ছায়ার স্পর্শে হয় বাতাস নরম
ঘুঘুর নির্জন ডাক
পড়ে থাক
শ্যাওলা জমা তার
সারি দেওয়া দ্বিধাগ্রস্ত ডিঙ্গির সম্ভার
নিজেকে আচ্ছন্ন করে উত্তরফাল্গুনী
দিনগুনি
ফের কবে কার্তিকের মিঠে রোদ
করে দেবে আর্তির অন্তরালে সব ঋণ পরিশোধ

চিঠির আশায়

হৈমন্তি হাওয়ায় ভাসে তোমার ভেজা খোঁপার গন্ধ
ঘরের চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়ায় আকাঙ্ক্ষা
বহুদিন অপেক্ষায় থাকা বৃষ্টির মতো তোমার চিঠির জন্যে জাগে শোক
ডাকবাক্সের নিঃস্বতা ধীরে ধীরে হাত রাখে বুকের শূন্যতায়
চোখের জলের রঙে ঝাপসা হয় সন্ধ্যের আঁধার
খোলামকুচির মতো অভিমান ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাসে ভেঙ্গে
চামড়ার আড়ালে জমা রক্তস্রোতে জন্ম নেয় ছান্দসিক শব্দের পুতুল
জাদুকরী চাঁদ ওঠে স্বপ্নের ঠোঁটে
জ্যোৎস্নায় শীতল চাদর ঘেরা দক্ষ কুশীলব
প্রাণাধিক মহার্ঘ কিছু ফেরি করে রহস্যের ছলে
অর্থহীন আর একটা দিন চলে যায়
যন্ত্রণার পারদ বেড়ে চলে যেন নভশ্চর স্কাই স্ক্র্যাপার
আমার নামপত্র লেখা চিঠির আশায়
আগামী দিনের জন্যে ফের বাজী রাখি নিজস্ব আয়নায়
শুধু সারারাত ঘুম কেড়ে নিয়ে
ছন্নছাড়া শিশিরের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে দুঃখ ঝড়ে যায়

নিরুক্ত সন্তাপ

পাইন গাছের আড়ালে দিনান্তের সূর্য যাবে ঠিক যেমন ভালোবাসা
তবু কিছু গেরুয়া রঙ আকাশের ক্যানভাস জুড়ে থাকে
অস্তগামী সূর্যের বিদায়ী প্রতিবিম্বে
এইসব আমাদের নিজস্ব সুখ ও স্মৃতি
অবিকল বাজপাখির মতো হানা দেয় নিরালা চৌকাঠে
মেঘের পেছন থেকে বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলার মতো আলো
একদিন ছুঁয়েছিল ভিনদেশী যুবকের কুর্ণিশ চোখ
দীর্ঘসূত্রী ঘটনার স্রোতের প্রতীকী আড়ালে
মোহময়ী সমস্ত পাহাড়ের সোপান জুড়ে নির্জনতা
আরও কিছুদিন পদচিহ্ন ধরে রাখলেও রাখতে পারতো কিনা
এমন একটা সংশয়ী সমস্যার পরিখা ভাঙ্গা যায়নি
পুলিশবাজারে গোল কংক্রিটের ছাতার নীচে সাতটা রাস্তার মাথা
একগুঁয়ে ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো মুখোমুখি নিজেরা দাঁড়াতো
জেল রোডে ইসি রেস্তোরাঁর মুখে উৎসাহী যৌবন
অস্পষ্ট মৌন মায়া ছিঁড়ে যেত নিজস্ব মুদ্রায়   বহুদিন আগে
বহুদিন আগে
সে সময় কাঠের গোড়ালী মোটা জুতো ছিল না কারো পায়ে
প্রত্যেকের জন্যে ছিল না আলাদা রঙ্গীন আকাশ
তবু একটি নারীর ছিল নিজস্ব নীল রঙ বিদ্যুতের চোখ
মরুভূমির মরুঝড় থেমে এলে যেমন চোখ খোলে   আবিষ্ট আরব
তেমনই রোদ্দুর সন্ধানী সেই যুবকের নগ্ন হৃদয়
রক্তিম নিমন্ত্রণে চিত্রার্পিত হয়
তেলরঙের সূক্ষ্ম বুনোটের মতো
দৃশ্যময় হয়ে ওঠে স্বপ্নের বারান্দার বিশ্বস্ত আবেগ
সেইসব বারান্দার ভিত ইঁটের তারুণ্য
আজ আর কিছু নেই   পুঁজি নেই কিছু
ঘুনুসি খুলে পড়ে গেছে নিষ্ফলা বিশ্বাস
অথচ একদিন তুষার ডিঙ্গিয়েছিল ভালোবাসার দারুণ উষ্ণতা

একদিন বার বার উচ্চারিত হলেও গীর্জার ঘণ্টার সুখ
ঢেউ দিত রুপোলী জ্যোৎস্নার স্কাটের লেসে
ক্যাথিড্রাল চার্চের প্রার্থনা সভায়
আমাদের বিশেষ উপদেশ দিতেন অভিজ্ঞ ফাদার
এইসব কিছু কিছু শুনলেও বহুকিছু অবোধ্য ছিল
চার্চের বিপরীতে সোনালী যীশুর পায়ের নীচে
বৈঠকী চালে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম মনে পড়ে
মনে পড়ে কত না সবুজ ছিল সেদিনের ওয়ার্ডলেক
শীতের দুপুর উষ্ণ উলের বলের মতো
ভেসে যেতো ভাড়াটে নৌকোর খুশি
টেলিফোন ভবনের পাশ দিয়ে ফাঁকা রাস্তা
পেঁছে দিতো আমাদের উদাসীন বাড়ীর দাওয়ায়
উত্তরের হিমেল হাওয়ায় কি কৌশলে বড় হতো দুঃখের রাত
খৃষ্টমাস ক্যারল গাওয়ার একটা সুখ ছিল ভারী
দারুণ শীতের ভোরে মানবতা মাঙ্গলিক গান
ভীষণ চেনা চেনা মিষ্টি গন্ধ
গেট খুলে ঢুকে যেত বুকের ভিতরে
দশ বছরের জলে ঝড়ে এখন স্মৃতির এ্যালবাম থেকে
ধুয়ে যাচ্ছে এইসব সংকেতী রেখা
ভালোবাসা কর্ণের মতো ভেসে গেছে কুন্তীর ভেলায়
পুরোন বন্ধুদের মুখোমুখি দেখা হলে এখনও প্রশ্ন করে—
শিলঙের শীলার খবর
এখনও চড়াই পাখির মতো ঘাসের জাজিমে
গড়াগড়ি দিয়ে যায় সকালের সুগন্ধি রোদ
এখনও শীতের হাওয়ায় ঝড়ে যায় বেওয়ারিস পাতা
বড় বেশী চেনা এক নারী
সেই যে আসছি বলে নিজেই হারালো
তারপরই বুক জুড়ে নীলবর্ণ সুতোয়
শুধু হোল বিক্ষিপ্ত ধানের কারুকাজ
এইসব আমাদের নিজস্ব সুখ ও স্মৃতি
অবিকল বাজপাখির মতো হানা দেয় নিরালা চৌকাঠে
বৃষ্টির জল পেয়ে মাটির ভেতর থেকে যেমন
বীজ ফুঁড়ে জেগে ওঠে ভ্রূণ অনিন্দ্য বৃক্ষের চারা
কবিতার শব্দ ছুঁয়ে তেমনই অন্ধকার বুক চিরে
জেগে ওঠে ইদানীং এইসব নিরক্ত সন্তাপ

ঠিক তেমনই

আরাম কেদারায় বসে থাকা বৃদ্ধের নত মুখে
নেমে আসে পশ্চিমের রোদ

যেমন থাকার কথা ঠিক তেমনই নির্লিপ্ত আছি
দীঘির গভীরে থাকে যেমন জটিল জলজ উদ্ভিদ
ঘাটের সিঁড়ির ধাপে পা ফেলে
কোনদিন আলতাগোলা জল ভেঙ্গে
সে কখনো বিদায়ী সূর্যের মুখ ভুলেও দেখেনি
অথচ কাকচক্ষু জলাধার
যে দেখার দেখে গেছে নার্সিসাস নামান্তর ছায়া
ধীরে ধীরে হেমন্তের সাজানো শিশির
সবুজ ঘাসের মুখ মুছে গেছে পৌষের পারদর্শী রোদ

যেমন রাখার কথা ঠিক তেমনই সন্তর্পণে রাখি
তবু হাতের মুঠোয় ধরা সঞ্চয়ী বালি
ইদানীং বড় অবিশ্বাসী
তাই বুঝি আরশিতে দেখার সুখ অবেলায় চিড় খেয়ে যায়
তোমার ক্যানভাসে আজও তাই
থেমে আছে অসমাপ্ত কোলাজ-সংসার
সূর্যমুখী যেমন বিন্দু বিন্দু হলুদ আলোর আভা
চেয়ে নেয় সম্পন্ন সূর্যের কাছে
তেমনই ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নেব একটি সকাল
ইমন কল্যাণ রাগে যেন বাজে একদিন দরদী সরগম

নিঃসঙ্গ অক্ষর

প্রয়োজন ফুরোলে সকলেই চলে যায় চলে যেতে থাকে
নিরম্বু পড়ে থাকে সিংদরোজার পাশে হাসপাতালে ব্যবহৃত কুঁজো
চালকলা নৈবেদ্য গুছোতে ব্যস্ত হয় হিসেবী পুরুতও
অথচ সুরু তো ঢাকা থাকে নামাবলী ছোঁয়ের মুখোশ
তবু কিছু আফশোষ জমে ওঠে বিষণ্ণ দাওয়ায়
কেন কারো যাওয়ায় মুচড়ে ওঠে শোক
রাতের হারেমে জাগা তারা গোপনে খোঁজে চোখ
ফোঁটায় ফোঁটায় তার তৈরী হয় অলক্ষ্যে
প্রতি দ্বিতীয় পক্ষে যেন রজস্বলা জরায়ুর আশা
এবং সেই ভালবাসা
নিঃশব্দে জুড়ে থাকে মঞ্জরিত বুক
নতুন কিছু সুখ ভেবে ভোরের সূর্যের আলো
যেমন ধরে থাকে নির্লিপ্ত টিভির টাওয়ার
কেন কারো যাওয়ার দুঃখে তবু লেগে থাকে পিছুটান
যেমন সনাতন হিন্দু সন্তান
পিতৃপক্ষে অর্ঘ্য দেয় তর্পণের সতিল গঙ্গোদ
তবে কার ঋণ হয় পরিশোধ
বিদায় শব্দের যদি সাজাই নিঃসঙ্গ অক্ষর

লাইফষ্টাডি

বিদায়ী সূর্যের প্রগলভ সাত রঙে
জেগে ওঠে একনিষ্ঠ শিল্পীর অভিজ্ঞ ছাপ
সন্ধ্যের বিস্তীর্ণ আকাশ তার নিজস্ব ক্যানভাস
হিমক্রীমের মতো সাদা কপাল থেকে অসহিষ্ণু বাঁহাত
সরিয়ে দেয় উড়ে আসা গুটিকয় চূর্ণ অলক
এক পিঠ কালো চুলে শাওনের সৌখীন ভ্রমণ
বিন্দু বিন্দু স্বেদমাখা সমুদ্রের জলধোয়া
নিটোল শঙ্খ
ভেসে ওঠে হলুদ ব্লাউজের উজ্জ্বল মোড়কে
সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই শিল্পীর একাগ্রতা স্থির হয়
দুর্লভ চিবুকে

তিন বাই দুফুট তার ল্যাণ্ডস্কেপে ফিনকি দেয়
সাতান্ন রঙের টিউব
আমার ক্যানভাস নেই কোন
রঙ তুলি ধরিনি কখনো
অথচ এমন লাইফষ্টাডি জীবনে দেখিনি
স্বচ্ছন্দ দুপায়ে তার মসৃণ ফুলদানি
ধরে আছে এক গুচ্ছ উধ্বমুখী সুগন্ধি ফুল
ঈষৎ খুশী খুশী পানপাতা মুখ
অনন্য শুদ্ধ এক পবিত্র আলো
তাকে ঘিরে খেলা করে রহস্যের জাল
তিন বাই দুই তার ল্যাণ্ডস্কেপে নিপুণতা ক্রমশঃ বেড়ে যায়
আমার ক্যানভাস নেই কোন
আমার যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ হয় চারমিনারের ধোঁয়ায়
উন্নত ভ্রূর নীচে স্কুল ফেরত ছেলের মতো শব্দ ধাক্কা মারে শুধু
বহুদিন কবিতা লিখিনি
বহুদিন কবিতা লিখিনি

আহত তৃষ্ণা

নিজস্ব সূর্যের উপর কিছুটা বিশ্বাস হারিয়ে বহুলোক
শরীর সারাতে যায় দূরবর্তী সূর্যের দেশে
তবু এক একজন দূরে গেলে কেন
মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে দ্রুতগামী ট্রেন
জ্যৈষ্ঠের দুপুরে কুকুরের জিভের মতো হাঁপায় কলকাতা
দাম্ভিক মিনি বাস যেমন রুখে দেয়
পুলিশের নিয়ামক হাত
তেমনই নিভে যায় দীপাবলি সুখ আহত তৃষ্ণার দাপটে
সমুদ্রের কাছে এসে সমুদ্র-না-ছোঁয়ার মতো এক চিলতে কাঁটা
বিঁধে থাকে আমূল অভিমান

আমার সঞ্চয় নেই কিছু
বিশ্বাসের ভিত ভাঙে দর্পিত আঁধার
শুধু সেই জানে শেষ দিনে যীশুর মতোই
মুছিয়ে দিয়েছি আমি জুডাসের পা
যেভাবে স্নানের শেষে নারী তুলে নেয় বিশুদ্ধ অন্তর্বাস
তেমনই উঠে আসে অতীতের ছায়া উপছায়া
ভেসে ওঠে স্বপ্নের খামার বাড়ি বৃষ্টির রাত
অরণ্যের কান্নার মতো লিরিকাল মুখ
অথচ বহুদিন অপেক্ষমান একটি নিজস্ব সকাল খুঁজতে
কমলালেবুর খোসার মতো সারারাত
অস্তিত্বের ভিতরে কিছু মৌলিক শিরা ছিঁড়ে যায়

কিছু শিলামাটি

আলোর খনির চাইলেও অন্ধকার
সব তার ছায়া নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে ঘরের চাতালে
উৎকণ্ঠা সরাতে গেলে
শুধু মেলে রক্তের গভীরে রাখা পরমাণু বিস্ফোরণ
মাথার উপরে নীলাকাশে জমে আছে প্রত্যহের কালি
তবু কিছু ধুলোবালি সন্ন্যাসীর ধূসরতা নিয়ে
বেঁচে থাকে আশা
মানে ভালোবাসা
সুঠাম শরীরে তার স্বপ্নের লণ্ঠন জেবলে রাখে
কাকে ডাকে
চুপিসারে বিষয়-আশয় খোঁজে
সেই বোঝে অজস্র তারার হারেমে থাকে ক্ষত
এবং যতো মৃত্যু নিশিদিন
ক্রমাগত সেই ঋণ বেড়ে যায় বেঁহুস শরীরে
কিশোরীর সতীচ্ছদের মতো ছিঁড়ে যায় সমস্ত সম্মোহন
নিঃস্ব মন
নির্জন আঁধার বেয়ে হৈমন্তি রাতে
শিশিরের সাথে ঝরে যায় দগ্ধ উত্তেজনা
পার্থিব উদ্যম নিয়ে আমি হাঁটি
ভূতত্ত্ববিদের মতো কিছু শিলামাটি খুঁজে ফিরি পরম বিস্ময়ে

জেহাদ

আমার চোখের সামনে ঠাণ্ডা হয় নিরাসক্ত পৃথিবীর মুখ
অসময়ে যেমন অসতর্ক গৃহস্থের হাতে
নিভে যায় বেয়াদব গ্যাসের চুল্লি
আশ্চর্য শূন্য লাগা জমাট এ্যাসফল্ট বেয়ে
সাটল বাসের মতো ঘন ঘন ফিরে আসে স্মৃতি
আমার দরজার নির্জনতা ভাঙ্গে না কোন খুশির ঝলক
কেন না প্রত্যেক ঝিনুকে ধরে না আর নিটোল মুক্তো
অভিমানী আকাশ জুড়ে জ্যোৎস্নার মতো
অস্তিত্বে ভেসে ওঠে সন্ত্রাসী জোয়ার
অথচ প্রতিদিন দৈনিক কাগজ এলে
কিছুক্ষণ দুঃখ ভুলে থাকি
খুঁজে দেখি শীতের অতিথি হয়ে
মরশুম মাতায় কোন বিদেশী ক্রিকেটার
তবুও নিরেট নিবন্ধে থাকে সবিশেষ
গর্ভের শিশুর রক্তে কিভাবে বেড়ে যায়
ভয়াবহ হিমোগ্লোবিন
তখনই স্বপ্ন ভেঙে শুরু হয় সেই সব বিষের মোড়লি
দুঠোঁটের মাঝখানে জ্বলে ওঠে সিগারের ক্রোধ
নিরালা চাতাল ছেড়ে উপচে যায় ক্ষতচিহ্নে
একরোখা নদীর জেহাদ

দৃশ্যকাব্য

এখানে দামাল ছেলের মতো ভোরবেলা
পাহাড়ের কোল থেকে ছুটে যায় দ্রুতপায়ে অশান্ত মেঘ
জানলার শার্শি মানে না প্রথম সূর্যের আলো
ঢেলে দেয় তাল তাল কাঁচা সোনার নিলাম
কোন এক নারীর পবিত্র শুভেচ্ছার মতো
হাওয়ায় মিশে থাকে নরম আর্দ্রতা
অথচ কটাদিন আগেও কাকডাকা ভোর থেকে
চলে যেত সতর্ক পায়ে শহরের সুন্দরী ট্রাম
বেআইনি যাত্রী নিয়ে সারাদিন ফেরি দিত
ধূর্ত মিনিবাস

সন্ধ্যের অন্ধকার
লোডশেডিং এ গিঁট দিত অসহ্য ট্রাফিকের জ্যাম
টুকরো টুকরো যন্ত্রনার এইসব সূঁচ
নিয়মিত ঝরে যেত মুখ খোলা নিজস্ব হাইড্রেন বেয়ে
তবু নির্দ্ধারিত দিন এলে সমুদ্রের মতো
নিলাজ ভালোবাসা বৈকালী আকাশ জুড়ে ঢেউ দিত
রক্তিম খুশিতে
রক্তের ভিতরে বাখরগঞ্জের হাটে
জ্বলে উঠত একে একে হাজার রোশনাই
এখন এখানে ল্যাডেনলা রোড থেকে রাস্তা
হেটে এসে উচ্ছল হয়ে পড়ে ম্যালের ফোয়ারায়
ভুটানি সোয়েটার সহস্র রঙ
তৃষ্ণার দেওয়ালীর আলো জ্বালে গভীর নৈপুণ্যে
শৈশবের স্থির চিত্রে ধরে রাখা সুখের দিনের মতো
ভেসে ওঠে নম্র নারীর প্রিয় আয়তচোখের ভঙ্গিমা

প্রত্যেক শিশির বিন্দুর মধ্যে
যেমন পাওয়া যায় আলাদা সূর্যের শরীর

তেমনই কবিতার প্রতি শব্দে
তার প্রেম অন্তরঙ্গ ঘর বেঁধে আছে
চৌরাস্তার মুখোমুখি সৌখীন দোকানে
হাতের মুঠোয় ধরা সুদৃশ্য পাথরের রঙ
চুয়ে পড়ে বাদামী চোখের তারায়
আমার অস্তিত্বে বেজে ওঠে
তিব্বতি মন্দিরের নিরাসক্ত ঘন্টার ধ্বনি
নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে
লেবং মাঠের স্থির চেহারা আমার ভ্রমণে
আমার দুঃখ যেন অবিকল
কখন মাঝরাতে অদেখা ফরাক্কার ব্রীজ চলে গেছে
সিংলা থেকে সোজা রোপওয়ে
যন্ত্রণা উঠে আসে ক্রমশই পাহাড়ী শহরে
আকাঙ্ক্ষার পাড় বেঁয়ে তবু আশা খোঁজে
নুড়ি ছোঁয়া ঝর্ণার জল
বোটানিক্স কাঁচঘরে দীর্ঘ সময় বাদে
ফুটে ওঠে আশ্চর্য অর্কিড ফুল
অথচ নিরালা পথ বেয়ে সহজেই
ম্যালের পিছন থেকে ঘুরে আসে ভাড়াটে ঘোড়ার সওয়ারী
অস্তিত্বের দেয়াল জুড়ে নড়ে চড়ে যন্ত্রণার ছবি
নিষ্প্রদীপ রেস্তোরায় একরাশ অন্ধকার যেন
দুঃসহ নির্জন লাগে নির্লিপ্ত জমানো বিশ্বাস
শীতের আগেই যেমন আগামী শিশুর জন্যে শুরু হয়
পশমের জামা
তেমনই আপন-না-হওয়া এক নারীর মঙ্গল কামনায়
জেবলে যাই ভালোবাসা ধূপ মহাকালের মন্দিরে

কে কতক্ষণ

কে কতক্ষণ সঙ্গী হয় হতে পারে
তবু হারে নামপত্র লেখা ডাকবাক্সের জমানো অভিমান
স্টেটবাসের চাকার বিধর্মী ঘষ্টানি সয়ে
একদিন ভেঙে পড়ে নির্বান্ধব রাস্তার এ্যাসফল্ট

তেমনই সল্ট লেকের কিনারা ছুঁয়ে উড়ে যায় পুরনো বালিহাঁস
এইসব ইতিহাস লোকাল ট্রেনের মতো বদলে যায় যাত্রী প্রতিবারে
কে কতক্ষণ সঙ্গী হয় হতে পারে

লাউয়ের মাচা থেকে যেমন বিষণ্ণ বিকেল সরে যায়
পৌষের পড়ন্ত বেলায়
তেমনই ভেঙে যায় মায়ের আঁচল ধরা শৈশবী অভ্যেস
আশ্চর্য সুগন্ধি কোন বয়ঃসন্ধিতে
প্রতিদ্বন্দ্বীতে জেগে ওঠে পোড়া রোদ বিপন্ন গাম্ভীর্য—
শুধু স্মৃতির খেলনাগুলো হারিয়ে যেতে থাকে খোদ অন্ধকারে
কে কতক্ষণ সঙ্গী হয় হতে পারে

দর্পণের ভয়

কবিতার শব্দের মতো নম্র নারীর খোঁজে
পাকদণ্ডী পথ বেয়ে উপরে যাওয়ার কথা ছিল
মসৃণ কপালে আঁকা সিঁদুরের টিপের বৃত্তে
পূর্ণিমা দেখার ছিল কিছু সাধ
উপমায় দুঃখ বাড়ে শুধু
যেমন অভিমানে আড়াল দিয়ে নিঃসঙ্গতা নিজেই বাড়াই
পাইন গাছের ভাঙ্গা ডাল
ঝুলে পড়ে নিভৃতে বৃষ্টির রাতে
উষ্ণতার খোঁজ দিতে পারে
এমন হাতের বড় প্রতীক্ষায় আছি

নারীর লাবণ্য ঘেরা সুখের ছোঁয়ায়
উড়ে যাবে প্রসাধনী গন্ধের মতো দুঃখের কপাট
গৃহস্থের পোয়াতী বউএর মতো
এরকম স্বপ্নের ছিলো নরম বিস্তার
প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে প্রিয়জন চলে গেলে সাগর মেলায়
ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে কান্নার মতো
মসজিদের ভেতরে নেই কোন দর্পণের ভয়
তবু লণ্ঠনের আলোয় অস্পষ্ট হয় শীর্ণ লিপিমালা
লক্ষ্মণের গণ্ডি দেওয়া আল
পার হতে কাঁটাতারে আটকে যায় উদাসীন হাত

নারীকে

পুরুষের আকাঙ্ক্ষায় নারী
ঈশ্বরের দ্বিতীয় নির্মাণ
অথচ নারীর আঁচলে থাকে বিশ্বের চোরা কলকাঠি
ইশারায় সুখ পায় শৈশবে শিশুর মতো
অবিকল প্রসন্ন পুরুষ
দেয়াল চুঁয়ে পড়া বৃষ্টির জলের মতো দুঃখ
থেমে যায় মন্ত্রের কুম্ভকে
রুপোর চামচে রাখা ঝকঝকে সমস্ত জৌলুস
প্রণামীর থালার দিকে নুয়ে পড়ে
শক্তিমান পুরুষের পায়ের তলায়
ভেঙ্গে পড়ে চিত্রিত অহংকার
গুপ্তভয় সামাজিক রীতিনীতি পড়ে থাকে
যেন খোলা অন্তর্বাস
নারী তার বুকের কপাটে রাখা কুহকী কৌশলে
খুলে দেয় শরীরের গোপন কুলুপ
সন্তর্পণে পা ফেলে ভিখারী পুরুষ
যে বেদীতে নারী হয় পুনর্জন্মের তোরণ
মন্ত্রমুগ্ধ নোঙর রাখে তার শিরায় শিরায়
পাপড়ির শরীর যেমন ছেঁড়ে দাঁতাল সূর্য
তেমনই লোধ্ররেণু উড়ে যায় সারারাত
রক্তের গভীরে ধরা পড়ে প্রতি পরমাণু
তারপর নারী নিরাসক্ত সমুদ্রের মতো
একদিন অর্ঘ্য তুলে দেয় পরম মমতায়
যা পেয়েছে পুরুষের গাঢ় আলিঙ্গনে

পরিচ্ছন্ন ভোর

অভিমান কুয়াশার মতো দুজনের মাঝখানে অহেতুক ব্যবধান রাখে
পৃথিবীর রোদ জল মাটি আমাকে দিয়েছে প্রশ্রয়
সাপের ঈর্ষার শিস তাই বুঝি উড়িয়ে দিয়েছি বাতাসে
জোনাকির ব্যথার মতো ঝরা বকুলে
নিকোন উঠোনে আজ থৈথৈ ঢেউ
সমুদ্র পাখির পাখায় নামে ক্লান্ত স্বাদ
অকস্মাৎ ডানা মুড়ে বসে যায় নিঃসঙ্গ মন
বুকের গভীরে জমা রাখি একটানা কান্নার স্রোত
তবুও বিস্ময় জমাট বাঁধে স্ফটিকের মতো
আমাকে আড়াল করে সঙ্গোপনে কার যেন পবিত্র ক্ষমা
চন্দনের গাছ খুঁজতে তখন ভেসে ওঠে
তোমার সুগন্ধি অস্পষ্ট শরীর
অথচ তোমাকে খুঁজতে আমি ধীরে ধীরে পৌঁছে যাই
আশ্চর্য জ্যোৎস্নায়
বুকের চাতাল-জোড়া অভিমান ভুলে যাই স্বেচ্ছায়
পরিচ্ছন্ন ভোরের আশায় আমার দুচোখে ঠাঁই নেয় সারারাত
যেন সবুজ ঘাসের নিবিড়ে থাকা
বিষণ্ণ শিশিরের কিছু বাড়ন্ত শোক

তুমি সেই নারী

কোলাহল থেমে গেলে বুক জুড়ে অকস্মাৎ
বেড়ে ওঠে গভীর পিপাসা
গীর্জার পথে এলে সাহসী হাওয়ায়
ছুঁয়ে যাই তোমার আড়ষ্ট আঁচল
শুষে নিই তোমার নম্র স্তনের রেখায় জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম
অথচ প্রত্যেক জন্মদিনে দুঃখ বাড়ে ঠিক
সরে যায় দূরে শৈশবের সবুজ উঠোন
লক্ষ্মীর পায়ের মতো ছাপ নিয়ে
তুমি যাও শিলঙ পাহাড়
তুমিতো বোঝনি কিছুই
হাওয়াই-জাহাজে আমি ছিলাম কোমর-বন্ধনী
বৃষ্টির পড়েই যেমন বেড়ে ওঠে সূর্যের খানিক ঔজ্জ্বল্য
তেমনই তোমার চোখ দেখে নেয় ঘরবাড়ী নদীনালা
নীচে থাকা পাহাড়ের চড়াই উৎরাই
মেঘেরা নিষেধ মানে না
রূপান্তর ঘটে যায় আমার অনিচ্ছায়
দরজায় জল আছে বলে
যেমন পায়ের ছাপ অনিচ্ছায় চলে আসে ঘরে
রাত বাড়ে আর্দ্র হয় প্রেম
সবুজ পৃথিবী এসে চোখের গভীরে
অভিমানে পান্না হয়ে যায়
বীজমন্ত্র ভুলে গেলে
পেরেকে বিদ্ধ যীশুর মতোই অসহায়
ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণাকে কণ্ঠে চেপে রাখি
তুমি সেই নারী
ভালোবাসি শব্দের চেয়েও যাকে আমি বেশী ভালোবাসি

বুকের চাতালে

নিরাপত্তার আরেক নাম ভালোবাসা
তবু বিশ্বাস
ভঙ্গুর
ঠুং ঠাং
কাঁচের পেয়ালা
শঙ্কার পাহাড় জমে যায় একে একে
বিশ্বাসের গোলাঘর ভেঙ্গে পড়ে
অঙ্গীকার চূড়োর ঊর্ধতে
পুরোন রুমাল
কাঁচ পোকা টিপ
এক তারা
কিছুই রাখে না কিছু ধরে
অথচ নিশ্চিন্তে ভালোবাসার আরেক নাম রাখা ছিল
নিরাপত্তা
অভিমানে মসজিদের আজানের মতো ডুকরে ওঠা শোক
সারারাত যন্ত্রণার সোপান গড়ে
গভীর নৈপুণ্যে
বিবাগী বাউলের উদোম
বিবস্ত্র বুকের চাতালে……

হাত

দীর্ঘ সাতাশ দিন পর তার হাত ছুঁয়ে দিলো আমার ইচ্ছাকে
ভোরের মোরগের মতো কণ্ঠস্বরে জমা হয় উৎসবের খুশি
অমন হাতের সোনালী স্তব্ধতা বহুবার স্বপ্নে দেখেছি,
রাত চারটের শেষ বৈশাখী আকাশে
যেমন দেখেছি আমি সকালের ঘনিষ্ঠ সিঁদুর
ভূপর্যটনে জেনে গেছি স্থির
অনিন্দ্য স্বর্গের খোঁজ দিতে পারে শুধু ঐ হাতের মুদ্রাই

আমার বাড়ি পেছনে বস্তির ভাঙ্গা টালির হল্লা
কাঁচা নর্দমার বহুল প্রচারিত গন্ধের জমাট ছায়া
গত জন্ম শিরায় শিরায় নিয়ে এসেছে এই সব অপরাধ
শুকনো ঠোঁটে যন্ত্রণার ছিল নিজস্ব আভিজাত্য
শৈশব থেকেই মেঘলা বাতাস
দুঃখের ক্ষুর দিয়ে চেঁচে গেছে প্রাপ্তির সুখ
কল্পনার খোঁপায় রাখা তিনশো আতশ কাঁচ
তুড়ি দিয়ে ভেঙে যায় ক্ষিপ্র লোমশ থাবা

পুরু লেন্সের চশমার পেছনে দৃষ্টির মোম
গলে গলে পড়ছে কবিতার শব্দের রোমকূপে
অথচ দীর্ঘ সাতাশ দিন পর ঐ হাতে
প্রথম চোখে পড়ে ঈশ্বরের বিষাদ চিহ্ন
আড়াআড়ি জেগে ওঠে শেকলের মতো জাতকের
ভগ্ন আয়ুরেখা

অসুখী মানুষ

কিছু কিছু শব্দ আলগোছে তুলে রাখি উঁচু কুলুঙ্গিতে
হরেক রকম ছবি গুছিয়ে রাখি বুকের তিন থাক গভীরে
দিনের বিশেষ কয়েকটা ক্ষণ আলাদা করে সরিয়ে রাখি
পুরোন প্যান্টের পকেটে
ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে পারলে
তোমার আসার দিন আজও উৎসবের নহবৎ বসে

পৃথিবীকে ভাগ করলে তিন কিস্তি জল
আর এক ভাগে থাকে শুধু শস্য শ্যামলিমা
ভালোবাসাকে ভাগ করলে তেমনই সাড়ে তিন ভাগের বেশী দুঃখ
আর ভগ্নাংশের সুখ
তবু দুঃখের টুঁটি ধরে আছি নশো নিরানব্বই জন্ম

দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের ত্রস্ত হাত যেমন সমুদ্রের পাড়ে
নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজে সন্তর্পণে নোঙর নামায়
এ জন্মের সোনালী যন্ত্রণা তেমনই রক্তের গভীরে নেমে
সুনিপুণ দাম্পত্য বাড়ায়
অথচ কবিতার প্রতিশব্দে দীর্ঘদিন তুমি ঘর বেঁধে আছ
তাইতো সুখের মতো সুখ পাবো বলেই
আমি বহুদিন অসুখী মানুষ হয়ে আছি

বীজপত্রে কীট লেগেছে

ভালোবাসায় জ্ঞান ছিল না তাইতো দূরে সরেছিলাম
সামনে এসে দাঁড়াই নিতো দুয়ার দিয়ে পড়েছিলাম
এলে যখন নিজেই তুমি
শিউলি ফুলে ভরলো ভূমি
ভালোবাসার গন্ধ নিয়ে বুকের চাতাল ভরেনিলাম
প্রিয় সবই তোমায় দিয়ে নিজের নিলাম করেছিলাম

এখন যখন দুঃখ আমার
ভরলো জমাট হৃদয় খামার
খরায় যেমন শুকনো মাটি তেমনই আমি পুড়েগেলাম
বীজপত্রে কীট লেগেছে নষ্ট হয়েই ঝরে গেলাম

রাত্রি যখন ভীষণ গভীর এবং নিঃস্ব থাকে একা
তোমার কথা ভাবি তখন এবং তোমার সঙ্গে দেখা
দুঃখ তখন স্বপ্ন সাজায়
শরীর জুড়ে স্মৃতির পাখি
নিটোল বীণা যেন বাজায়
বহুদিন তো তোমায় ছাড়া
এবং দূরে বন্ধু যারা
আমার মনের খবর কে নেয়
এবং তোমার খবর কে দিয়ে যায়
গভীর রাতে বৃষ্টি নামায় সমব্যাথী হাওয়ায়
ভীষণ চেনা গন্ধ আনে এবং স্মৃতির জামা ভেজায়
কোথায় আছ কোথায় ঠিক এখন তুমি কোথায়
যন্ত্রণা সব ঠিকরে ওঠে যন্ত্রণারই বোঁটায়

রক্তাক্ত রঙ্গন

তোমাকে সরিয়ে রাখি সে আমার সাধ্যের অতীত
এখন সন্ধ্যে হলেই দুঃখের তাঁবু পড়ে নিজস্ব নিয়মে
শস্যের শরীর জুড়ে যেমন স্পর্শ রাখে
কার্তিকের আহ্লাদী রোদ
তেমনই মনের সমস্ত নিভৃতে কিম্বা অভ্যস্ত পোষাকের নীচে
দুঃখের গেঞ্জিতে সাজান রয়ে গেছে অবীক্ষিত তাস
এখন শিকড় ছাড়াতে গেলে আর্তির ডাকপিয়ন
রোজ রোজ বুকের বাক্সে এসে জমা দেয় যন্ত্রনার চিঠি
তোমাকে কি দিতে পারি আমি—
তোমার আঁচলের সুতো দিয়ে দেখো
আশীর্বাদ বাঁধা আছে উষ্ণীষে আমার
রক্তাক্ত রঙ্গনে ভরা স্মৃতির অঙ্গনে
রুক্ষতার চর ফেলে অভিমানী নদী
সরে যায় দূরে স্নেহহীন ভামিনীর মতো
কার্নিশে একঘেয়ে ডেকে চলে দুঃখী সময়ের কাক
মন্ত্রবলে ধনুর্ধর অর্জুনের নিস্পন্দ হাত থেকে
যেমন বেআবরু হয়ে পড়ে যাদব কন্যারা
তোমার আত্মাকে অমন নিঃসঙ্গ করি
তেমন বেইমান হওয়া আজও দুঃস্বপ্নের অতীত

সমুদ্র স্বনন

শেষ রাত নিঃসঙ্গ যীশুর মতোই নিদ্রাহীন
হেঁটে আসে তবু দিন সমধর্মী সমুদ্রের কাছে
তবু ভোরের নতুন আকাশ হবে কেন এমন নিস্তেজ
সতর্ক নারীর বেশ কুয়াশার আঁচল টানে
প্রকৃতির হাত
শিল্পীর রেখার টানে জাগে অস্পষ্ট দিগন্তের কোল
কিছু কিছু কারুকাজ বিস্ময়ে নিটোল কিছু সাদামাটা
ঝিনুকের ডালি ঢেলে চৌখস সৈকত সেজেছে
সমুদ্র এনেছে ক্রোধ একাগ্র ব্যাধের ধৈর্যে
শীতের সকাল বেয়ে নেমে আসে অন্তরঙ্গ মানুষ-মানুষী
নিকোন বালির সুখ ভেঙ্গে দেয় ঝিনুকের লোভ
সমুদ্রের ক্ষোভ ব্যাধের নিপুণ শরে বারবার
থমকে দেয় সেইসব লোভীদের হাত

টুকরো কিছু ভাঙ্গা এইসব সাধ চিত্রমালা
সরে যায় দূরে
উড়ন্ত আঁচল খসে জেগে ওঠে সরস্বতী
গ্রীবার ভঙ্গিমা
ভুল ভাঙে ওরা সেই লোভী সব মানুষ মানুষী
দূরত্ব দিয়েছে রূপ শুধু অযোগ্য আধারে
তুমি নও নারী নয় কেউ নয় কেউ তোমার বিকল্প
রামেশ্বরম থেকে সাগর মেলায়
উড়ে যায় কোন এক সিন্ধু সারস
তোমার বিকল্প কেউ নেই সুদীর্ঘ সৈকতে
প্রার্থনার মন্ত্র হয়ে নম্র থাকে শুধু গোপন প্রতীক্ষা
শ্রাবণের হাওয়ায় ভেজা লেবুফুলের গন্ধের মতো
স্মৃতির ঝুপড়ি থেকে আসে টিনাভ্যালীর সেই নরম সন্ধ্যা
দুহাতে আঁজল ভরা তোমার প্রসন্ন মুখ
চুলে কাঁধে বৃষ্টির জল ভেজা ঠোঁট
বুকের গভীরে থাকা স্থির ভালোবাসা
ধীরে ধীরে চোখের তারার আশা হয়ে ওঠে আশ্চর্য দর্পণ
সিনেমার স্লাইড হয় স্মৃতি নড়ে চড়ে

যেমন প্রত্যাশা করে বিষণ্ণ নাবিকের চোখ
সবুজ বন্দর
তেমনই তুচ্ছ মেনে বিড়ম্বনা যন্ত্রণার ত্রস্ত শরীর
সহস্র যোজনা পথ পরিখা প্রাচীর
পার হই পারসী ঘোড়ার লাগামে রেখে হাত
নিশ্চিত একটি রাত
যুঁই সাদা জ্যোৎস্নামাখা তোমার দাওয়ায়
লুফে নেব মৃত্যুর অন্ধকার হাত
অথবা তোমার ধ্রুপদী মুখ
সেই প্রেম সেই স্বর্গ সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ সীমা
অথচ তোমার স্বর্গীয় মুখ প্রেমের প্রহরী
তোমার চিবুকে থাকে একসঙ্গে শাসন ও সোহাগ
তোমার সান্নিধ্য ছেড়ে তখন তীর্থভূমি ভিন্ন কিছু নয়
শোণিত বিন্দুর মতো তোমার স্তনের বৃন্ত থেকে
আর কোন মিষ্টি ফুল এখনও চিনি না

আকুল সমুদ্রে ভাসে যেমন কনৌজী আংরে
শিলাময় তটভূমি ছেড়ে তেমনই তার চলে
প্রচ্ছন্ন বিস্তার
আমাকে গর্বিত করে শুধু এক তুলারাশি কন্যা
বিস্ময়ে ভূমিষ্ট হয় অকৃপণ সুখ
ওষ্ঠের তুলি দিয়ে এঁকে দেয় স্বর্গীয় স্বাক্ষর
যন্ত্রণা সাঁতার কাটে না আর রক্তিম সাগরে
নিজস্ব নারীর মতো সমুদ্রের বুকে
দেখা দেয় নতুন সূর্য
ঈশ্বর আবার ঋণী করে
চোখের কার্ণিয়া ছেয়ে জেগে ওঠে উজ্জয়িনী আকাশ
পবিত্র আলোয় ব্লেডের ফালির মতো
অহংকারী কুয়াশা চিড়ে যায়
নুলিয়ার ভেলায় পাল তোলে স্বভাবী বিষাদ
দর্পিত উচ্চারণে দুঃখের শব্দ ভাঙে সমুদ্র স্বনন

তোমার ছায়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য

প্রকাশ্য দিবালোকে তোমার পদ্মিনী চোখে ছুড়ে দিয়েছি
বহুদিনের জমা করা আমার সম্মোহনী ধুলো
ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ছোপ তোমার ঠোঁটে সাজিয়েছি
দমবন্ধ করা দুপুরের আহত তৃষ্ণায়
সন্ধ্যের অন্ধকারে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো আমার নাম
খোদাই করেছি তোমার বুকের গুপ্ত ঘরের চাতালে
সমস্ত ভ্রূকুটি সমাজের কাছে এ আমার নিঃসর্ত্ত স্বীকারোক্তি
তোমরা নির্দ্বিধায় বানাও আরও একটা শাহ কমিশন
ভাঙ্গা শার্শির ফাঁকে এক টুকরো তিনকোনা রোদ
যেন লুব্ধ পুরুষ
সেলোফিন পেপারের মতো হাল্কা কুয়াশার ওড়না সরিয়ে
নিটোল ভোরের শিউলির গন্ধ ভেঙ্গে
ছুঁয়ে দেয় তোমার নির্লিপ্ত মোমের শরীর
প্রত্যেক নারীই মূলতঃ সঞ্চয়ী
তবু আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ-স্পর্শে বেহিসেবী হয়ে যায় তাবৎ যুবতী
বিজ্ঞাপনের মডেলের মতো টুসটুসে কিছু নেই আমার দাবীতে
সাদা ধবধবে জ্যোৎস্নায় বালির পাহাড়ে
নেমে আসে যেমন স্বর্গীয় যোজন আমেজ
সৌন্দর্যের সীমা তুমি তুলা রাশি কন্যা
ঈশ্বরের সান্নিধ্য দাও তেমনই কিছুক্ষণ
তোমার পবিত্র ছায়ায়

নির্যাতন

"Oh ! lift me as a wave, a leaf, a cloud
I fall upon the thorn of life—I bleed."

—P. B. Shelley.

আমার তৃষ্ণা ছিল চাতকের ধৈর্যের ডানায়
যেমন কানায় কানায় ভরা মাঠের শস্য নিয়ে
কৃষকের পোয়াতী বউ স্বপ্ন দেখে সবল শিশুর
তবুও কিছুর শোক নিঃশব্দে ঢেকে যায় সহিষ্ণু হাত
অবসাদ ছড়িয়ে দেয় ক্ষুব্দ সমুদ্রে টাইফুন
সজ্জিত হারপুন ছোড়ে নির্ভীক নাবিকের মৌচাক চোখে
ভাবি ওকে আমাকে তুলে নিয়ে শুকনো পাতার
কোন বিভৎস খেলায়
হেলায় আছড়ে পড়ে বেআবরু কাঁটায়
ব্যথায় রক্ত ঝরে
শুধু নড়ে চড়ে ছানির ভেতরে থাকা পিতার অস্পষ্ট চোখ
তাই ক্রোধ তীব্র হয় ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে
শ্মশানের উপরে ওড়ে লুব্ধ এক চিল
যন্ত্রণায় অসীম ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে
কার পাপে প্রশ্ন জাগে জন্ম মানে শুধু নির্যাতন

বন্ধকী বাতাস

আমার যাওয়ায় কার কি এসে যায়
তবু ঝরে যায়
গরবী শিমুল ফেটে
যন্ত্রণার তুলি থেকে   ফোঁটা ফোঁটা দুঃখের সূঁচ
মানে আমার অনুজ
ছড়ানো স্বপ্নের দ্বিতীয় নীড়ে
শব্দের ছান্দসিক মীরে   বোনা রাত
এবং সেই দাঁত
ছিঁড়ে নেয় সময়ের ট্রাপিজের দাঁড় থেকে
চিত্রময় বিপন্ন মেঘের
আড়ালে ঢাকা বিদীর্ণ নক্ষত্রের কুঁচি
আমাকে যেতে হয়
নগরীর মাঝরাতে পড়ে থাকে ক্লান্ত হওয়া ভয়
এই সব পরিচিত দৃশ্য পার হলে
নষ্ট কোলাহলে
টোকা দেয় সোজা
মাকড়শার জাল ঘেরা স্মৃতির দরোজা
খুলে যায়
শুধু তার নিঃস্বতায়
যাদুদণ্ড হাতে নিয়ে হাসে
এবং বন্ধকী বাতাসে
নৈশব্দে জাল ফেলে অনুষঙ্গী আঁধার

একজন শিল্পীকে একজন কবি

এখন তুমি রোজ সকালে একটি ধূপের কাঠি
কিম্বা বিশেষ বিশেষ দিনে সাদা ফুলের প্রণাম
সাজাও আমায় ঘেরা তোমার স্মৃতির ঘরের দোরে
ভালোবাসা ছোঁয়া যায় না ছোঁয়া যায় তা দেহ
জল লাগে না তবু খালের জলের ঢেউ-এ নাচে
গাঁয়ের ছেলের সুখে যেমন অস্তগামী সূর্য সাঁতার কাটে
কবির জন্মদিনে এখন দেশটা জুড়ে অথই সমারোহ
শুধু তোমার বৃষ্টিরাতে ভিজে যাচ্ছে স্মৃতি
পাঁচশ বছর আগে এবং এই কবিরই বইয়ে
তোমার তুলি রঙ ছড়িয়ে মলাট এঁকে ছিলো
সে এক মজার গল্পো এখন সেই কথাটাই বলো
সেদিন কত অসুবিধা কতইনা অনুরোধে
প্রচ্ছদে রঙ ছুঁয়েছিলে শিল্পী লাজুক তুমি
যেমন করে ভোরের সূর্য রাঙা আবীর খেলে
আমার কথা ফললো দেখো রইল প্রিয় রঙ
ভালোবাসার কাব্যগ্রন্থে ভালোবাসার রঙ

এখন লোকে অবাক হবে শুনলে তোমার কথা
এই বুড়িটাই এঁকেছিলো তখন বই-এর ছবি
যতই তুমি বলবে তখন অবিশ্বাসে নাড়বে মাথা তারা
প্রদীপ রায়চৌধুরী সেতো মস্ত বড় কবি এবং কবির সেরা
তার সাথে এই শিল্পীর হয়েছিল কি দেখা
তাইতো বলি এখন কথা শোন
জমিয়ে একটা মলাট আঁকো সমস্ত রঙ দিয়ে
পঁচিশ বছর আগেও যেমন কাঁচা আমের গন্ধ ছিল গায়ে
আমরা তেমন বাঁচবো দেখো শব্দ এবং রঙে

পিকনিক

ছায়া-জড়ানো মৌরুসী আকাশের নীচে
সারাদিন আঁচলছড়ানো এক সোহাগী পিকনিক
প্রাণবন্ত ছিল শুধু গৌণ শব্দের ভীড়ে
নারকেল গাছের আড়ালে শুয়ে ছিল
বিষণ্ণ শুটির ক্ষেত শিশিরের জালে……
তেমন কোন কথা ছিল না
প্রাচীন বটগাছের পিছনে সূর্য ডুব দিলে
সোনালী আলোয় ভেসে যাবে থৈ থৈ দিগন্তের আকাশ
তেমন কোন কথা ছিল না
সূর্য ছলকে যাওয়া তোমার শতাব্দী মুখ
আর্ত পাখির মতো অমন নিবিড় করে
তুমি যে তাকাবে
সকালের রোদ্দুরের তেমন কোন কথা ছিল না
ঈষৎ ফেরানো সেই গাঙশালিক চোখ বিবশ গ্রীবার বাঁক
আঁচলখসা কাঁধের অমলিন স্নিগ্ধতায়
ফুটে ওঠে ব্রহ্মাণ্ডের বহু প্রতীক্ষিত আশ্চর্য ছবির আদল
থেমে যায় সমস্ত সংলাপী দঙ্গল
শব্দের ভিতরে স্থির হয় শব্দের ব্রহ্মনাদ
গাঢ় অন্ধকারে ফিরে এলে নিজের দাওয়ায়
সকলে শুধোয়—পিকনিক কেমন হোল রে সজল
দীর্ঘবেলা পার হয়ে অন্ধ কুয়াশায় জেগে ওঠে
সেতুবন্ধে জীবন প্রতিমা
দশ আঙুল মুঠো খুলে শান্ত স্বরে বলি—তেমন কিছু নয়
তবু মাঝরাতে বুকের মধ্যে মোহিনী জাহাজ দোলে
ও কি তবে তেমন কিছুই নয়

ভূতাত্ত্বিক

আমার শব্দের দৈন্যতা আমাকে দুঃখ দেয় বড়
স্নানঘরের আয়নার মতো হুবহু তোমার রূপ
ফোটাতে পারি না
সারারাত বৃষ্টির পর যেমন শান্ত শহর
তুলে নেয় হলুদ ভোরের শাড়ী পরম সোহাগে
তেমনই স্নানের শেষে তুমি বেছে নাও শ্বেত অন্তর্বাস
অথচ তোমার অসীম ছায়ায়
যুগান্তরী মিছিল করে সমস্ত প্রকৃতি
ছোট ছোট টিলার চূড়ায় লাল সূর্য স্থির থাকে স্বাভাবিক ছন্দে
রেষারেষি করে তোমাকে সাজায় নম্র নদীর অঞ্জলি
কলাবতী উরুর ভাঁজে কিংবা হাতের ডোলে
স্পষ্ট হয় অলৌকিক কোনার্কের ছবি
হাতের মুদ্রায় ওড়ে সারাদিন শিমুল তুলোর বীজ খুশি
সমস্ত শহরে পায়ের পাতায় রাখো কোজাগরী লক্ষ্মীর ছাপ
একপিঠ কালোচুলে সন্ধ্যা নামে সৌখীন ভ্রমণে
দোল পূর্ণিমার লোভী চাঁদ হাতে রাখে তোমার চিবুকে ও বুকে
প্রগাঢ় জোৎস্নায় এইসব গ্রীবা তুলে লক্ষ্য রাখো ঠিক
তুমি যেন সতেজ সাঁতারু
রজনীগন্ধার মতো পবিত্র দুচোখে জেগে ওঠে
শব্দহীন স্বর্গীয় আমেজ
যেমন সমুদ্র সবকিছু এনে দেয় সৈকতের মোতিচুর পায়ে
ধুলোবালি মাখা এক ভূতাত্ত্বিক কবি
প্রিয় নারীকে সাজাতে তেমনই শব্দের নুড়ি খোঁজে শৈশবী সারল্যে

উৎসব

মাঘের শেষ রোদে তখনও বাইরের আলোয়
সূর্যস্নান সেরে নিচ্ছে নগ্ন ক্রিশেনথিমাম
প্রকৃতির হাতে গড়া নরম উৎসবে
নীলকণ্ঠ পাখির পালকের মতো উড়ছে খুশির ঝলক
সমস্ত টেবিলে ছড়ানো টুকরো কাগজের আড়ালে
জেগে আছে আধফোটা কবিতার আদল
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তারই কাছাকাছি
নিজস্ব কিছু প্রিয় বই-এর দঙ্গল
এইসব সাম্রাজ্য পাহারা দেয় শান্ত এক দুখের সম্রাট
দুঃখের রাজ্যে তার তবু দরদী শিল্পীর মতো
তুমি কাল এঁকে গেলে অপার্থিব ছবি
বর্ণপরিচয়ের মতো ভালোবাসা পাঠ
যেমন দিয়েছে দেবযানী অবুঝ ছাত্রকে
আঁঝাঝি গণ্ডুষে তেমনি শুষে নিলে শোক নিটোল নৈপুণ্যে
বহুদিন জমা রাখা স্বপ্ন
ছড়িয়ে পড়ে করোটির প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্তো চেড়া চোখের ঝিনুকে দুষ্টুমি ঘুঙুর হয়ে নাচে
ইচ্ছের হাওয়ায় উড়ে যায় শব্দহীন অঙ্গরাগ সাজানো খোলস
কোণারক নিখুঁত ভাস্কর্য থেকে থমকে থাকা লজ্জা
সরে যায় দৃষ্টির আলোর মায়ায়
সরস্বতী যেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় পা ফেলে
পৌঁছে যায় মন্দিরের নিষ্কাম বেদীতে
শার্শির কাঁচ বেয়ে রোদ এসে
আদুরে বিড়াল হয় বিছানায় ওঠে
ভ্রূ সন্ধিতে স্থির থাকে কাঁচাপোকা টিপের বাহার
ঘুমফোলা ঠোঁট কমলালেবুর কোয়ার সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে মোনালিসা হাসে
বৃষ্টির ছোঁয়ায় যেন আড়ামোড়া ভেঙে ওঠে পুরোন দীঘির উদ্ভিদ

পবিত্র ধূপের গন্ধ সারা শরীরে ছড়িয়ে রাখে পদ্মিনী নারী
তৃষ্ণায় অঞ্জলি হয়ে তুলে ধরে প্রণামীর থালা
তাম্রপাত্রে রাখা নির্লিপ্ত হরতকির মতো
ভালোবাসা স্তূপের শীর্ষে জেগে ওঠে সুখের বৃন্ত
টিলার চড়াই থেকে নেমে আসি নাভিচক্রের বাঁকে
যেখানে সে গোলকধাঁধার চিহ্নে নিজেকে হারায়
অথচ পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ আমার উপর
বসনা কি বিবসনা তুমি সেই সমান সুন্দর
মোচাকাটা থোড়ের মতো সাদা উরুতে
পিছলে যায় অনভ্যস্ত চোখের স্পর্শ
অরণ্যপুরীর পথে অকস্মাৎ চোখ টানে গহীন মহল
থিতোন অন্ধকার ঝুলন্ত অর্কিড যেন ব্যাবিলন শোভা
অথবা শিউলি গাছের নীচে শরতের ভোর
এক থোকা সুগন্ধি পাপড়ি
এ যেন মাটির তাল
ছুঁয়ে যায় বলিষ্ঠ কুমোরের হাত
বুকের ডানদিকে লেপ্টে থাকা
সোহাগী মাছির মতো তিল ঘিরে
বীণার তারের সুরে সমস্ত শরীরে বাজে উদ্দীপক ঝালা
এইসব পৃথিবীর প্রাচীন উৎসব যাদু জানে
নারী হয় পুরুষের চিরন্তন রতি
বাতাসে খুশির গন্ধ ম-ম করে
ভরে যায় ঘরের চাতাল
শিরায় শিরায় আগুন জ্বালে যুগ্ম শরীর
প্রস্তর যুগের যেন চকমকি পাথর
বুকের দাওয়ায় মোম হয়ে গলে পড়ে সুখের পারদ
সঙ্গিনী নারী আলিঙ্গনে ধরে রাখে
একসঙ্গে যন্ত্রণা ও অসামান্য সুখ
লাল সূর্য বুকে ধরে যেমন
সোহাগে রক্তিম হয় পশ্চিম সাগর

নদীর পলল

একটি কলম পেয়েছ বলে ভেবেছ কি মস্ত সুবিধে
শব্দের খোঁপার আড়ালে রেখে দেবে ভালোবাসা
সর্বনাশা ধূপের গন্ধ
জল রঙে আঁকা হলেই
        কোনদিন পাবে না আর কেউ সঠিক খবর
শিলঙের এ্যাসট্রের মতো প্রচ্ছন্ন রাখা যাবে
বহুদিন স্মৃতির সুদৃশ্য প্রজাপতি সুখ
অথচ তোমার সে গুপ্ত ইস্তাহার
রুপোলী জ্যোৎস্নার মন্ত্র   আমি পাই নিরন্ধ্র
নিজস্ব চৌখুপী শব্দে বন্দী তোমাকে দেখি
যন্ত্রণায় এফোঁড় ওফোঁড়
                শিরা টান টান
যাদু সম্রাটের মতো ঘেরাটোপ তোমার সমস্ত চিত্রকল্প
হুবহু মিশে যায় আমার ক্ষমায়
তাই কি রক্তহীন তোমার বিষণ্ণতায়
সান্ত্বনায় রেখে যাই কিছু নদীর পলল

চিত্রকল্প

জুঁই সাদা জ্যোৎস্নার অকৃপণ ঢেউ এ
বহুদূরে ভেসে যায় অমল পৃথিবী
একা দোকা তেক্কার বেহিসেবী স্মৃতিরা নির্ভয়ে
খেলা করে ভালোবাসার কিশোরী শব্দে
রাজবাড়ীর সিংদরজার মতো বড় দুঃখের
খুলে যায় গোপন আস্তানা

চোখে পড়ে কঠিন অঙ্কের মধ্যে সেই বেলা
থেকে গেছে অসতর্ক ভুল
সরাইখানার গ্লাস থেকে উঠে আসা আঁষটে গন্ধে
এবং সেই দ্বন্দ্বে   ভেঙে যায় স্বপ্নের করোটি
রতিবিহারের শেষ অবসাদ নিয়ে
শূন্যতার থাবায় থেমে থাকে
অর্থহীন উৎসবের নিঃস্তব্ধ ঘণ্টা

দশমীর প্রতিমার মতো বিষণ্ণ কোন মুখ
নিয়ে গেছে সুখ   চৈত্রের ঝরা পাতার আঁচলে
গর্ভবতী স্মৃতির স্তন থেকে এখন ফোঁটা ফোঁটা
চেয়ে দেখি একরোখা   টুপটাপ দুঃখ ঝরে যায়

পরিণাম

কিশোরী তোর অঙ্গ জুড়ে কোনারকের আঁচ
আত্মলীনা তপোবনে গোপন রণসাজ
তুইতো ক্রৌঞ্চী মধুমতী
রাতে যেমন অরুন্ধতী
শরীর থেকে ঝরিয়ে দিলি নাগকেশরের ঘ্রাণ
এবং হলাম খুন
ভালোবাসায় পুড়লো ভিটে নষ্ট হলো গাঁ

খাঁ খাঁ করে খরায় যেমন শূন্য ধূধূ মাঠ
ঘাটের পাড়ে বাতাস উতল সবার কানাকানি
আঁচল দিয়ে গন্ধ ছাঁকার এসব আমি জানি
তবু রক্তে আমার মাদল বাজে
খুঁজি তোকেই সকাল সাঁঝে
চৈতী হাওয়ায় হাত ধরেছি মেখেছি দুর্নাম
দাতব্য এক দাস্যবৃত্তি হোক না পরিণাম

স্বস্তিকার চিহ্ন

স্বপ্নের খোঁপা ভেঙে গেলে
সন্ন্যাসীর স্থিরতায় নেমে আসে গভীর বিষাদ
নাভির সরোবরে কাঁপা শিহরিত সুখ
ধীরে-ধীরে সরে যায় দূরে
খালি হোল্ডঅলের মতো নিস্তেজ সময় পড়ে থাকে
আকাঙ্ক্ষারা পালা করে বুকের ভিতর
শোকনম্র শব্দের হাত ধরে বদলে নেয় ঘর
আমার উঠোন থেকে অনুগত গন্ধ
প্রকাশ্যে জুয়া খেলে ত্বকের তৈজসে
চটে যায় ভালোবাসা সব প্রতিশ্রুতি
এবং সযত্নে আলগে রাখা পুরনো ছবির ফ্রেম
নিজের জমানো বারুদেই ধ্বসে যায় সাজানো গম্বুজ
জ্বলে যায় খেলাঘর খামার টামার
তবু প্রত্যেক আশ্বিনে প্রতীক্ষার করতলে রাখি
সন্ধিৎসুক স্বস্তিকার চিহ্ন
উষ্ণ স্নায়ু স্ফীত হয়
আমূল প্রোথিত করা যায় পুরোন পিপাসা
কেননা শব্দের কাছে বার বার ভিক্ষুক হতেও
নেই কোনো অপমান ক্রুশবিদ্ধ কবির

নিঃশস্ত্র সাঁকো

কালো মেয়ের ভাঙা খোঁপার সঙ্গে ছড়ানো অন্ধকার
তখনও ঢাকেনি দিগন্তের সেই বিস্তীর্ণ ফটক
উদাসীন সন্ন্যাসীর গেরুয়া আদলে
বিষণ্ণ সন্ধ্যের আকাশে সাজানো ছিলো
গুহাচিত্রের অস্পষ্টতা
আশার মাস্তুলে ছিলো স্থির
উৎসাহী ডানার স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষার চিল
অসহিষ্ণু অভিমন্যুর প্রতিপলে উদ্‌গ্রীবতা বাড়ে
যেমন প্রতিদিনে অন্তঃসত্ত্বা নারীর নাভিনিম্ন
ফেটে যায় ধীরে

একনিষ্ঠ ঋষির পাহাড়ী সোপান বেয়ে ছুটে চলে
দুরন্ত অশ্বারোহী
পড়ে থাকে বিধ্বস্ত কৃষক পল্লী
ছড়ানো ছিটোন তার সব টুকরো গৃহস্থালী
শুধু অস্থির অশ্বখুরধ্বনিতে বাজে গান্ডীবের টংকার
দিগন্তের জরায়ু থেকে আর কোন শব্দ ওঠে না
বহুদিন পরিত্যক্ত সেই পথ পার হতে
লগ্ন হয়ে আসে তৃষ্ণার্ত ধমনীতে
দৃষ্টির গোচরে এখনো
নেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পতাকার অগ্রভাগ
নিজস্ব চালচিত্র জুড়ে আছে
শিবের মাথায় থাকা স্থির গোখরো সাপ

নিগ্রো নারীর নগ্ন দেহের মতো
ধীরে ধীরে অন্ধকার নামে
দূর থেকে দৃষ্টি কাড়ে এইবার
অস্পষ্ট সাঁকোর অবয়ব

অশ্বারোহী অথবা পদাতিক যে কোন সাজেই
প্রস্তুত রয়েছে অযোধ্য মন
সাপের পেছনে যেমন থাকে সতর্ক উদ্‌গ্রীব নেউল

মাটির বিচার নেই কোন
শুষে নেয় সব স্বেদ কিম্বা অশ্রুর প্রতিজ্ঞা
সাঁকোর মুখোমুখি কারো দাঁড়াবার কথা ছিলো
কেউ কি আছো এখানে—প্রশ্নের তীব্র হয় স্বর
একবার
দুবার
তিনবার
নিপুণ সূচিশিল্পে গাঁথা অন্ধকার কাঁথার আড়ালে
কেউ নেই

গ্রীবার অসহিষ্ণুতা নিয়ে মুখ ফেরায়
অশ্বের ঘৃণা
নিঃশস্ত্র সাঁকো ভুর্জপত্রের মতো নিষ্প্রাণ
পড়ে থাকে ম্রিয়মাণ ধ্যানস্থ আকাশের নীচে

যন্ত্রণার উষ্ণীষ

তোমাকে ভালোবাসলে যে দুঃখ না ভালোবাসলেও সেই দুঃখ
যতই ভালোবাসি বুকের ফাটলে কিছু তৃষ্ণা থেকে যায়
তোমার দীঘল চোখকে দীঘি ভাবলে যে সুখ
ডুবুরির অন্বেষণে তাও খুঁজে পাওয়া দায়

কেন না সর্বস্ব অর্পণ করেও তুমি থাকো অস্পষ্ট অধরা

প্রতীক্ষার ভেতর থেকে চলে যায় রাশরাশ আকাঙ্ক্ষার সারি
নির্ধারিত সংলাপ নিয়ে মঞ্চ থেকে কতদূর যেতে পারি
ভালোবাসার আঁচলে কি রয়েছে তিতিক্ষার পাপ
ভেজা মাটির মতো তবে কেন রক্তের অঞ্জলি জুড়ে এমন সন্তাপ

তবু রোজ রাতে রেখে যায় দুঃখ তার নিজস্ব পশরা

সারাদিন যন্ত্রণার উষ্ণীষ ওড়ে স্বপ্নের উজানে
দূরগামী বন্দরের খোঁজে ফিরে যায় অভিমানী খেয়া
বিশ্বাস বাউণ্ডুলে তাই কি কে জানে
উৎসারিত সব শব্দ বুকে নিয়ে নিরাসক্ত দেয়া

চিরদিন দিয়ে যায় নাবিকের নীরব মহড়া

আনন্দমেলায়

আমার কিছুটা দেরী হতে পারে
তবু সুখ দুঃখ সব সাপের খোলস
স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে যাবো দেখো একদিন
আমার দুঃখের নির্যাস দেবো তাকে
যার চোখে আশ্চর্য প্রেম
সবটুকু সুখের বন্ধুত্ব দিয়ে যাব
ঈর্ষার আগুনে যে অহরহ জ্বলে
তবুও দুখীরা দুখীই থেকে যায়
সুখীরাও একচ্ছত্র সুখী

সুখ দুখ অবরুদ্ধ সব
বাঁধা থাকে সহ অবস্থানে
যন্ত্রণার তীক্ষ্ণধার নীলফুল পেরেক
বিষম বৈরীতা বাড়ায় অকৃপণ দুহাতে
গোপনে তৃষ্ণা জেলে রাখা
আর এসবেই প্রতিদিন একঘেঁয়ে বাঁচার তাগিদ
অথচ শ্রেণীবদ্ধ অভিমান সাঁকো পার হয়ে তৎক্ষণে
সমুজ্জ্বল দৃপ্ত জীবন প্রত্যয়ী
আমিতো চলেছি এক নির্মোহ বাউল
কেন্দুলির ছন্নছাড়া আনন্দমেলায়

কবিতা

কবিতা দুঃখকে আড়াল করার নিজস্ব ঘরানা
ধ্বস্ত জীবনে পিঠ রাখার শেষ নিশানা

কবিতা বদলে যাওয়া জীবনে উপলব্ধির জ্বালা
প্রকাশ্যে শ্বাস নেওয়ার গোপন জানালা

কবিতা যন্ত্রণা লালনের সরিয়ে রাখা ভূমি
জমাট কুয়াশায় যেন অভিমানী তুমি

কবিতা বাঁচার আসক্তি দেওয়া কল্যাণী নারী
বেঁচে থাকার তিন হাজার ভরাট ক্যালোরি

কবিতা ভালোবাসা গোপন চাবির সেতুবন্ধন
ঈগলের ঠোঁটে প্রমেথিউসের সহস্র মরণ

কবিতা প্রতিদিন ছোবল মারে রক্তের গভীরে
সূচীমুখ চিত্রকল্প বিঁধে যায় টাটকা শরীরে

কবিতা শব্দে মিছিল করে প্রতিদ্বন্দ্বীতে
কবিতা গোলাপ হয় নিটোল সন্ধিতে

মন্ত্রের অক্ষর

দেয়ালের বিপরীতে দেয়ালের ষড়যন্ত্র
ঘরের ভিতর ঘরের যন্ত্রণা
শব্দের হাত ধরে শব্দরা চলাফেরা করে
এ সময় পাতার আলোড়ন বড়ই বেমানান

হাতের উপর রঙ তুলে নিলে
তুমি নিজেই ছবি-
পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ ক্যানভাস
চোখের উপর চোখ ছড়িয়ে দিলে
সমুদ্র তোমার চোখে ঢেউ দেয়
পরম বিশ্বাসে
ধূপের গন্ধের মতো মিলিয়ে যায় দুঃখ

তিনশো মাইল শুধু ও দুটি চোখ
আমায় ছুটিয়ে আনতে পারে
তোমার ভেতর দিয়ে বহুদূরে নিশ্চিন্তে
আমি হেঁটে যেতে পারি
আকাঙ্ক্ষিত চারণভূমিতে
তখন লোভহীন হাত দিয়ে
সন্ন্যাসীর মতই তুলে আনতে পারি
কবিতার জন্য কিছু
ভালোবাসা মন্ত্রের অক্ষর

ঈর্ষা করি নারীর মতোন

মন্ত্র তন্ত্র কিছু নয় শব্দেরই প্রতিবিম্ব
ভালোবাসা তেমনই নীরব সম্পূর্ণ সম্মোহন
চোখের তারায় জ্বলে বিচ্ছুরিত আলো
জ্যোৎস্নায় ভরে থাকে পাণ্ডুর আকাশ
অথচ যে প্রহরে তুমি হও অনুপম
সৌন্দর্য প্রতিমা
সে সময় তুমি স্থির আমার অলক্ষ্যো
নক্ষত্রের মতো হলুদ শাড়ী বেয়ে
খসে পড়ে তোমার সমস্ত আভরণ
রত্নছায়া
সে সময়ে তোমায় যে নিরিক্ষণ করে
সে আমি নই
আমি তাকে ঈর্ষা করি নারীর মতোন
তবু সে দর্পণ নিরপেক্ষ থাকে
তখনই স্তনের বৃন্তে এসে টোকা দেয়
একরোখা সাওয়ারের জল
নিজেকে শীতল করো ক্রমাগত নিষ্পাপ সারল্যে
তবু তোমার শরীরে নাচে সুখের পারদ
চটুল চাতুরী সব
খেলা করে রক্তের গভীরে

কুশল জিজ্ঞাসা

তোমার কোন না হ্যাঁ আর কোন না না
আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি
দুর্গা প্রতিমার মুখে যেমন খুঁজি
ষষ্ঠীর সুখ আর দশমীর যন্ত্রণা

কে কাকে সাজাতে পারে মহারাজ
সংশ্লিষ্ট পতাকা যদি অজ্ঞতায় হারে
শুধু দক্ষ শিল্পীই বোঝাতে পারে
নীরবে নিজের সূক্ষ্ম মেজাজ

চোখের সামনে এই সব দেখে দেখে
বিবাগী হয় মধু-পদ্ম ভালোবাসা
তবু কিছু উৎসাহী বিচ্ছিন্ন আশা
সুখ নেয় পরিশ্রমী সূর্যের থেকে

আমার ভিতরে আছে এক উজবুক বান্দা
তার বড় প্রিয় ওই দুঃখের ঘর
পরাগের গন্ধ যার নিরন্তর
ভরে রাখে জীবনের বিষাদ বারান্দা

তবু কেন দায় ভাগ নিতে এতদূর আসা
দৃশ্যময় হয়ে যাক চোরা অন্ধকার
পরিচিত শব্দমালা নিয়ে এইবার
দুই চোখে রাখি শুধু কুশল জিজ্ঞাসা

পশ্চিমে বিদায়ী রুমাল

সারা দেহে ঘ্রাণ ছড়িয়ে হেসেছিল হাস্নুহানা
কাছে কিম্বা দূরে থেকেও প্রিয় বলেই আগলে ছিলে
অন্ধকারই দোর দিয়েছে সন্ধ্যে হলে নিজের চোখে
অবিশ্বাসের নৌকো জুড়ে পাল তুলেছে গোপন দ্বিধা
দেবী চোখে তাকিয়ে দেখো
দিগন্তকে সেলাই করে এই পৃথিবী নিজের সাথে
ধোয়া গরদ শাড়ী পড়ে জ্যোৎস্না হাসে পূর্ণ চাঁদে
উঠোন জুড়ে নড়ে চড়ে স্মৃতির শিশু হামা দিয়ে
এখন আমার রিক্ত পাত্র
ঘরে ফেরা গরুর গায়ে সরে যাচ্ছে দিনের আলো
দিন গড়িয়ে সরছে বেলা পশ্চিমের এক সিঁড়ি বেয়ে
আকাশ জুড়ে করুণ সন্ধ্যা পরিয়ে দিচ্ছে ব্যাজের কালো
ঘোড়সওয়ারী সূর্য যেমন টপকে ওঠে মেঘের প্রাচীর
ভালোবাসা নয়কো তেমন জেব্রা ক্রশিং পেরিয়ে যাওয়া
ক্লান্ত দেহ বাড়ীর পথে ভাগ্য এখন দাঁতাল হাসে
যন্ত্রণা ওই সাপের মতোন মাথা তুলে ফুসছে ফণা

এই কি জীবন স্বজন কোথায়
বীণা হয়ে সারা শরীর কেউ বোঝে না কেমন বাজে
সমব্যাথী বন্ধু হয়ে বৃষ্টি নামে গভীর রাতে
ঘুমফোলা ঠোঁট পানপাতা মুখ সমস্ত রাত স্বপ্নে ভাসে
ঘুমের মতো ঘুমোই নাত জেগে উঠছি ভোরের আগেই
ফোঁটায় ফোঁটায় দুঃখে গড়া মুক্তো হারই পরিয়ে দিলে
আমার কথা কেউ শোনে না
কেউ শোনে না সারা সকাল
ভীষণ নরম পদ্ম ফোটায় ককিয়ে ওঠা নটার ভেঁপু
ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে ঝরছে এখন নষ্ট ঋতু

ভাটিয়ালী

নদীর পাড়ে কথা ছিল নদীর পাড়ে দেখার
হৃৎপিণ্ড থমকে ছিল বুকের ভিতর ধুক
অনেক তো দিন গেল এখন সময় থাকা একার
ঢের জমলো পুকুর ভরা নিটোল ঝাঁঝির দুখ

বুকের গোপন ছুই ডিঙিয়ে উঠছে নিখুঁত স্মৃতি
বোরখা পরায় সন্ধ্যে এখন নিজের হাতেই যতো
যন্ত্রণা ঢেউ আছড়ে পড়ে গাঢ় ঘুমের ইতি
জোয়ার ভাটায় ভাসছি আজও ভাঙা ডালের মতো

এপার ওপার অনেক হলাম সূর্য মাথায় রেখে
শরীর বেয়ে ঘামের মতন সময় চলে যাক
কদম গাছের মাথায় ওঠা চতুর্দশী দেখে
ভালোবাসা পুড়ছে এবং নিজেই হলাম খাক

আমি তো খুব শক্ত ছিলাম যেমন আমার দাঁড়
অঢেল কত কালবৈশাখী পার করেছি নাও
অমাবস্যা নিচ্ছে এখন আমার বুকের ভার
ভালোবাসি তাইতো সুখের দুখ সইতে দাও

তৃষ্ণায় সমর্পিত শব্দ

তেমন কিছু পাওয়ার কোন দাবী ছিল না রক্তের গভীরে
প্রচণ্ড শ্রাবণের জমাট মেঘ যেমন দীর্ঘবেলা স্তব্ধ রাখে ক্ষীণ সূর্যকে
ভরপেট তেল নিয়ে তেমনই মন্দিরের প্রদীপের তৃষ্ণা মেটে না কোনদিন
পাকা ঘোড়সওয়ার হয়ে দুঃখের সমুদ্রের ঢেউ
পেড়িয়ে যায় সরে যাওয়া বয়সের চাকার ধুলো
শূন্য দুপুরের অবসর পেলেই এক একদিন ভেতরের ক্ষ্যাপাটে ছেলেটা
গাছের ছায়ায় গড়িয়ে পড়া সূর্য ঘড়ির সময়ে রাখে আশা
সার্কাসের তাঁবুর ঠিক মাঝখানে স্থঠাম দাঁড়িয়ে থাকা
বলিষ্ঠ মাস্তুলের মতো
শৈশবের স্মৃতির গন্ধ ইদানীং শরীরে রাখে টানটান তৃষ্ণার ক্ষোভ
ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে ছাদের কার্ণিশে বেড়ে ওঠে অবাঞ্ছিত বটের চারা
চালচিত্রহীন ভাবে চলে যায় অসংখ্য চান্দ্রমাস
গভীর নক্ষত্র থেকে ধার করা আলো স্থিত হয় সময়ের আগেই
মানুষের তৃষ্ণা ভাঙ্গে এইভাবে পয়ারের ছন্দ মানে না
মাটির প্রতিমা যেমন গলে যায় দশমীর বিষণ্ণ নদীতে
ঈশ্বরের ভূমিকা আজকাল তেমনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে
এখন শব্দের ঝিনুকে জমিয়ে রাখি সমস্ত রুক্ষতার স্বাদ
প্রগাঢ় জ্যোৎস্না যখন নির্জনে ছুঁয়ে থাকে ঘুমন্ত পৃথিবীর মুখ
নদীর মাঝখানে জেগে থাকা পুরোন মন্দিরের মতো
ঠিক তখনই মসৃণ শঙ্খের স্বর তীব্র হয় তৃষ্ণার অতলে
চোখের গভীরে ডুব দিয়ে ভালোবাসা তুলে নেবে পবিত্র মন
এরকম বহুদিন সাধ ছিলো তাজা যেন উজ্জ্বল কোন পাথরের ছটা
দিনান্তে প্রতিদিন তবুও কালো চাদর জড়িয়ে দেয় সন্ধ্যের শোক
সারারাত অবিশ্বাসে হাত রেখে বেড়ে ওঠে যন্ত্রণার দীর্ঘতম সারি
বুনো ভীমরুলের মতো শব্দ এখন ঘিরে রাখে দৈনন্দিন জীবনের স্বপ্ন
তবু পার্কের খালি বেঞ্চির মতো শব্দকে সাজিয়ে রাখি ভীষণ মমতায়
তৃষ্ণাকে ক্লোকরুমে জমা রাখি সারাদিন শব্দের গভীরে
শব্দকে সমর্পণ করে এইভাবে তৃষ্ণার নিজস্ব দাওয়ায়
দেখো পরিচ্ছন্ন মগ্নতা শিখে নেব নিশ্চিত একদিন